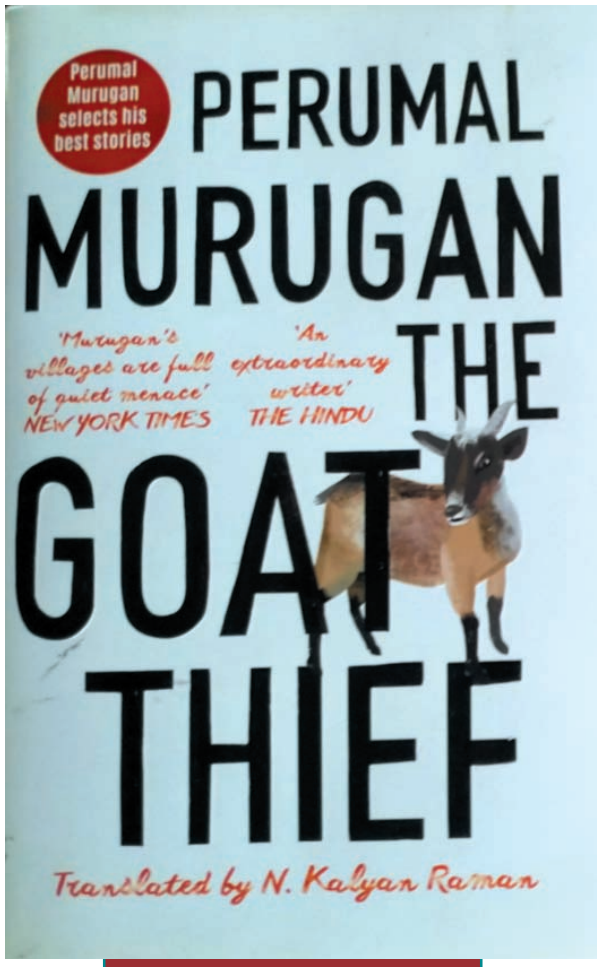

বই তরণী

রুক্ষ মাটির সোঁদা গন্ধ

কিংশুক বন্দ্যোপাধ্যায়

যে লেখক বছর কয়েক আগেই ঘোষণা করেছিলেন তাঁর কলম তুলে রাখার কথা, যাঁকে কট্টরপন্থীদের ভয়ে নিজের শহর ছেড়ে সুদূর চেন্নাইতে ডেরা বাঁধতে হয়েছে, সেই তামিল লেখক পেরুমল মুরুগানের ইংরেজিতে গল্প সংকলনের অনুবাদ প্রকাশিত হওয়া যে হইচই ফেলে দেওয়ার মতো ঘটনা, তাতে আর আশ্চর্য কি? উপরন্তু এন কল্যাণ রামনের অনুবাদে সওয়ার হয়ে 'দ্য গোট থিফ'-এ তামিলের বাইরে বিশ্ব দরবারে লেখক প্রথমবার আত্মপ্রকাশ করলেন ছোট গল্পকার রূপে ১৯৮৮ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত লেখা নিজের ৮৩টা গল্প থেকে ১০টা বাছাই করা কাহিনি নিয়ে।

কেমন সে সব গল্প তা বোঝাতে গিয়ে কল্যাণ রামন বলেছেন, 'পেরুমলের গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলো বড় একা। সবার থেকে কেমন যেন বিচ্ছিন্ন। ঠিক সেই কারণে অন্যরা যখন সমাজের বৃহত্তর অংশের সঙ্গে দৈনন্দিন ওঠাবসা করতে করতে নিজেকে অনেক সময় ভুলে থাকতে পারে, পেরুমলের গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রদের সামনে সেই সুযোগ নেই।

একাকিত্বের ডোরে বাঁধা এরা। নিজেরা কী করেছে, কী করতে পারে এই ভাবনাই তাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। আধুনিক সাহিত্যে এই ধরনের একাকিত্বের লড়াই বড় একটা নেই।'

ছোটগল্পের এই চরিত্রগুলো কেন একা তারও একটা ব্যাখ্যা রামনের লেখায় এসেছে। অনুবাদকের মতে, কোথাও এঁদের প্রিয়জনেরা ছেড়ে চলে গিয়েছে, কেউ বা নিজের বিচারবুদ্ধির বিভ্রমে একা হয়ে গিয়েছে। কেউ কেউ আবার সদা রং বদলানো দুনিয়ার সঙ্গে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে না পেরে একা। তবে একা হলেও এরা আর্থ-সামাজিক ঘূর্ণাবর্তের হাত থেকে বাঁচতে পারেনি এবং একাকিত্বের ভগ্নাংশ ছড়িয়ে রয়েছে প্রতিটা গল্পের পাতায়।

পেরুমলের উপন্যাসের সঙ্গে ছোটগল্পের চরিত্রগত পার্থক্য বিশ্লেষণও করেছেন রামন। আর তা করতে গিয়েই তাঁর অভিজ্ঞ চোখে ধরা পড়েছে উপন্যাসগুলোর ক্যানভাসের বিশাল ব্যপ্তিতে চরিত্রগুলো সমকালীন দুনিয়ার উথাল পাথাল ঢেউয়ের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যুঝছে। কিন্তু একক গল্পে রয়েছে সেই ব্যাপ্তির অভাব। ছোটগল্পের একক সব চরিত্র যখন একে একে এসে দাঁড়ায়, তখন হাজারো ক্যানভাসের বর্ণচ্ছটা পাঠকের মানসচোখ ধাঁধায়।

বেশিরভাগ কেন্দ্রীয় চরিত্র অজ পাড়াগাঁয়ের খেটে খাওয়া মানুষ। হয়তো অবচেতন মনে লেখক তাঁর মাটির টানেই এটা করেছেন। মিল এখানেই শেষ নয়। গল্পের নায়ক নায়িকারা কার্যত বন্ধুহীন বলে বিপদের সঙ্গে লড়াইটা তাঁদের নিজেদেরই লড়তে হয়। হয়তো তাঁরা হেরে যান কিন্তু মাথা নত হয় না। লেখকের নিজের জীবনের কঠিন লড়াইয়ের ছাপ স্পষ্ট।

আর কী সব চরিত্র? কোথাও একাকী রাতের চৌকিদার এক ধর্ষিতার প্রেতাত্মার প্রেমে পড়েছে। কোথাও বা বুড়ো চাষি লোভে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে নিজেই নিজের সর্বনাশ ডেকে আনছে। গাঁয়ের বৃদ্ধা দিদা, বেড়াতে আসা কুটুম, হিংসায় জ্বলতে থাকা গাঁয়ের মাতব্বর কিংবা ছিঁচকে চোর। প্রতিদিন আমাদের আশেপাশে ঘোরাফেরা করা চরিত্র। অথচ এঁদের হাসিকান্নার রংয়ে পেরুমল দিব্যি রাঙিয়েছেন আমাদের।

পেরুমল আদতে তামিল ছোটগল্পের বহতা নদীরই এক ধারারই এক অংশ, যা কিনা আপাতশান্ত পল্লিজীবনের পর্দা সরিয়ে অন্তহীন এক লড়াইয়ের ছবি তুলে ধরেছে। সুজাতা, আর্শিয়া, অশোকমিত্রম, সালমা, দেবী ভারতী থেকে পেরুমল- সেই ঘরানা সমানে চলছে।

আড়াইশো ছোটগল্পের স্রষ্টা ছিলেন এস রঙ্গরাজন যিনি সুজাতা ছদ্মনামে লিখতেন। মাদুরাইয়ের তামিল মুসলিম সমাজের হাসি-কান্নার জীবন্ত চিত্র আঁকা সৈয়দ হাসান বাশা ওরফে আর্শিয়া হলেন তামিল ছোটগল্পের আর এক শক্তিশালী লেখক।

আধুনিক তামিল সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা, দ্বিশতাধিক ছোটগল্পের জনক জগদীশ ত্যাগরাজনকে (যিনি অশোকমিত্রম ছদ্মনামে লিখতেন) ১৯৯৬ সালে তাঁর ছোটগল্প সংকলন 'আপ্পাভিন স্নেগিধর'-এর জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। অশোকমিত্রমের ছোটগল্পের দু'টি সংকলন 'স্টিল ব্লিডিং ফ্রম দ্য উন্ড' ও 'স্যান্ড অ্যান্ড আদার স্টোরিজ' এবং 'মানসসরোবর' ও 'দ্য গোস্ট অফ মিনাবক্কম' - এই উপন্যাস দু'টিরও অনুবাদক হলন রামন। উল্লেখ্য পেরুমলের আর এক উপন্যাস 'পুনাচি অর স্টোরি অফ ব্ল্যাক গোট'-এরও অনুবাদক রামন।

ব্যক্তিগত জীবনেই চরম নির্যাতিত খ্যাতনামা তামিল কবি রজতি সালমাকে একসময় কার্যত বছরের পর বছর তিরুচি জেলার গণ্ডগ্রাম থুভরনকুরিচির নিজের বাড়িতেই বন্দি থাকতে হয়। কিন্তু সৃষ্টির তাগিদে বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়লে গভীর রাতে শৌচাগারে বসে টয়লেট পেপার, ঠোঙা, মোড়কের কাগজ হাতের কাছে যা পেয়েছেন তা দিয়ে কবিতা লিখেছেন।

হয়তো এইভাবেই সবার অন্তরালেই এই প্রতিভার অপমৃত্যু হত যদি না ব্রিটিশ তথ্যচিত্র নির্মাতা কিম লঙ্গিনোত্তো তাঁর ২০১৩ সালের সালমা ছবিতে সাহিত্য সৃষ্টির এই নিরলস প্রয়াসকে তুলে আনতেন। সারা বিশ্বে বন্দিত এই ছবি যেমন কবির সাধনাকে স্বীকৃতি দিয়েছে তেমনই কবি, ঔপন্যাসিক, ছোট গল্পকার হিসেবে পাঠক সমাজে সমাদৃত করেছে।

তাঁর ছোটগল্প সংকলন শাপম (অভিশাপ) বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছে। আর এক খ্যাতনামা তামিল ছোটগল্পকার হলেন দেবী ভারতী যার ছোটগল্প সংকলন ফেয়ারওয়েল মহাত্মাও ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন কল্যাণ রামন।

তাই 'দ্য গোট থিফ' পড়তে বসে তামিল সাহিত্যের সূত্রধর কল্যাণ রামনের ঝরঝরে অনুবাদও পাঠকের এক বড় প্রাপ্তি। পেরুমল নিজেই বলেছেন যে রামনের অনুবাদে তামিল গাঁয়ের সোঁদা মাটির গন্ধ রয়েছে। অশোকমিত্রম, সালমা থেকে দেবী ভারতীর অনুবাদের মাধ্যমে রামন আধুনিক তামিল সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে যে শুধু হাজির করেছেন তাই নয় গ্রামীণ তামিল সাহিত্যকেও একসুরে বেঁধেছেন।

রামন নিজেও বলেছেন লেখকের সমগ্র সৃষ্টি মরমে পশলে তবেই তিনি অনুবাদের কাজে হাত দেন। কেন হঠাৎ ছোট গল্পের সংকলন নিয়ে পেরুমল এলেন তার ব্যাখ্যা দিয়ে অনুবাদক জানাচ্ছেন, ২০১৩ সালে পেরুমলের বিতর্কিত উপন্যাস 'মাদারুবাগান' ইংরেজিতে ওয়ান পার্ট ওম্যান নামে অনূদিত হওয়ার সময় রামনের মনে হয় লেখকের সাহিত্য আন্তর্জাতিক পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসা দরকার।

তাই রামন ঠিক করেন পেরুমলের সাহিত্য নিয়ে ইংরেজিতে প্রবন্ধ লিখবেন। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই রামন পেরুমলের নিজের শহর নামাক্কালে যান, সারাদিন কাটান লেখকের সঙ্গে। তারপর পাক্কা তিনমাস ধরে পড়েন পেরুমলের সব উপন্যাস। এরপরই তিনি প্রবন্ধ লেখেন।

পরে যখন পেরুমলের গল্পসংকলন অনুবাদের প্রস্তাব আসে তখন আর কোও দ্বিধা না নিয়েই কাজে নেমে পড়েন।

পেরুমলের-রামনের যুগলবন্দিতে তাই রুক্ষ কঙ্গু অঞ্চলের মাটির সোঁদা গন্ধ।

> তামিল সাহিত্যের সূত্রধর কল্যাণ রামনের ঝরঝরে অনুবাদও পাঠকের এক বড় প্রাপ্তি। পেরুমল নিজেই বলেছেন যে রামনের অনুবাদে তামিল গাঁয়ের সোঁদা মাটির গন্ধ রয়েছে। অশোকমিত্রম, সালমা থেকে দেবী ভারতীর অনুবাদের মাধ্যমে রামন আধুনিক তামিল সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে যে শুধু হাজির করেছেন তাই নয় গ্রামীণ তামিল সাহিত্যকেও একসুরে বেঁধেছেন

দ্য গোট থিফ ঃ পেরুমল মুরুগান।
অনুবাদক ঃ এন কল্যাণ রামন। জাগারনাট বুকস্। ৩৯৯ টাকা